কুরআন হাদীসের আলোকে শহীদ কারা

মাওলানা আবদুল মাতিন বিক্রমপুরী

কুরআন হাদীসের আলোকে শহীদ কারা

মাওলানা আবদুল মাতিন বিক্রমপুরী
(মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছিরে কুরআন ও ইসলামী গবেষক)

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২২৫

২য় প্রকাশ
রবিউস সানি ১৪২৬
বৈশাখ ১৪১২
মে ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০

QURAN HADESER ALOKA SHAHID KARA by Maulana Mohammad Abdul Matin Bekrampuri. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 10.00 Only.

www.amarboi.org

পুস্তকটিতে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে কুরআন, হাদীস ও বড় বড় অভিধানের সাহায্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে শহীদ কারা বা কাদেরকে শহীদ বলা যায় তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। বর্তমানে অনেকেই শহীদ শব্দটি নিজেদের খেয়াল খুশীমত ব্যবহার করছে। এমনকি বিধর্মীদের বেলায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। শহীদ শব্দটি মূলত কুরআনের নিজস্ব শব্দ। কাজেই কুরআন যাদেরকে শহীদ বলেছে তাদেরকেই শহীদ বলা উচিত। লেখক তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আশা করি পুস্তকটি পাঠে শহীদ সম্পর্কে পাঠকের মনে সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

আমীন

—প্রকাশক

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শহীদের ফজিলত ও মর্যাদা

শহীদের মর্যাদা ও মর্তবা যে কত বড় যার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে করেছেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে যা কিছু দান করেছেন তাতে তারা আনন্দ প্রকাশ করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পিছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭২)

আলে ইমরানের এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শহীদগণের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা অনন্ত জীবন লাভ করেছেন। দ্বিতীয়

www.amarboi.org

বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক পান, তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা সদা-সর্বদা আনন্দমুখর থাকেন। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা যেসব মুসলিম ভাইদেরকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছেন তাদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তারাও পৃথিবীতে জিহাদে নিয়োজিত আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সব যুগে থাকবেন। ফলে তারাও জিহাদ করে শহীদ হয়ে এসব অতি উন্নতমানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

এ আয়াতের হুকুম সাধারণ। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হওয়ায় ওহুদে যেসব মুসলিম শহীদ হয়েছেন তাদের উন্নতমানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ মর্যাদার কথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা)-এর হাদীসে সব যুগের শহীদগণের উন্নত মানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণিত পাওয়া যায়। উভয়ই ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করব।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ اَنَّهٗ لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ يَوْمَ اُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَاوِيْ اِلٰى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَاْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا مَنْ يُّبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا اَنَّنَا اَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِى الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ تَعَالٰى اَنَا اُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ـ بَلْ اَحْيَاءٌ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ (رواه ابو داؤد، مشكوة ٣٣٤ ـ ٣٣٤)

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ছাহাবাগণকে বললেন, যখন তোমাদের ভাইগণ ওহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হলো তখন আল্লাহ তাদের রূহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির ভিতরে রাখলেন এ অবস্থায় তারা জান্নাতের নহরগুলোর উপরে এসে জান্নাতের ফলসমূহ

www.amarboi.org

খায় এবং আরশের নিচে লটকানো স্বর্ণের ঝাড় বাতির নিকটে এসে থাকে। সুতরাং যখন তারা তাদের উত্তম খানা, উত্তম পান ও উত্তম বাসস্থান পেল তখন তারা বলল, "কে আমাদের জীবিত ভাইদের নিকট আমাদের তরফ থেকে এ সংবাদ পৌছাবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি। যেন পৃথিবীতে জীবিত মুসলিম ভাইগণ জান্নাতে হাসিল করার জন্য অমনোযোগী না হয় এবং যুদ্ধের সময় যেন তারা অলসতা ও কাপুরুষতা না করে।" তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাদের তরফ থেকে তাদের নিকট পৌছিয়ে দিব। এরপর আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط الخ

দ্বিতীয় হাদীস হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত এ হাদীস হল সাধারণত যাতে সব যুগের শহীদগণের উন্নতমানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ الْاٰيَةَ قَالَ اَنَّا قَدْ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَاوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطِّلاَعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا اَىُّ شَيْءٍ نَشْتَهِىْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوْ اَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوْا مِنْ اَنْ يَّسْاَلُوْا قَالُوْا يَارَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا رَاٰى اَنْ لَّيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا (رَوَاهُ مسلم ، مشكوة ٣٣٠)

www.amarboi.org

মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ الْاٰيَةَ الخ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তিনি এরশাদ করলেন, শহীদগণের রূহসমূহ সুবজ বর্ণের পাখিগুলোর ভিতরে রাখা হয়, তাদের জন্য আরশের নিচে ঝাড় বাতিসমূহ লটকানো হয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করে থাকে। অতপর তারা ঐ বাতিসমূহের নিকটে এসে থাকে। এরপর তাদের প্রভু তাদের দিকে ভালভাবে উঁকি দিয়ে দেখেন ও বলেন, তোমরা কি আর কোন বস্তুর খাহেশ কর? তারা উত্তরে বলে আমরা আর কোন্ বস্তুর খাহেশ করব অথচ আমরা এত সুন্দর অবস্থায় আছি যে, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করে থাকি। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তিন বার এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। এ অবস্থায় তারা দেখে যে, তাদেরকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে না তখন তারা বলে, হে আমাদের প্রভু আমরা ইচ্ছা করি যে, আমাদের রূহসমূহ পুনরায় আমাদের শরীরে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, আমরা আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে আসি। যখন আল্লাহ তায়ালা দেখেন তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই তখন তাদেরকে প্রশ্ন থেকে বিরত রাখা হয়। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত পৃঃ ৩৩০)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعَدَا بِىَ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلَانِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنُ مِنْهَا قَالَا اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ (بخارى الجلد اول ص ٣٩١)

"হযরত ছামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী (সা) এরশাদ করেছেন, আমি অদ্যরাত্রে দেখলাম দু'জন লোক (ফেরেশতা) এসে আমাকে গাছের উপর উঠিয়ে এমন অতি উত্তম ও অতি সুন্দর ঘরে নিয়ে গেল যার থেকে উত্তম ঘর আমি আর কখনও দেখিনি। তারা বলল, এ ঘর শহীদগণের ঘর।" (বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৯১)

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَايُكَلَّمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلَّمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ (بخارى الجد الاول ص ـ٣٩٣)

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন ঐ জাতের শপথ যাঁর হাতে আমর প্রাণ। আল্লাহর পথে যাকেই জখম (ক্ষত) করা হয় সে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় আসবে যে, তার জখম হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। রক্তের রং লাল হবে কিন্তু ঘ্রাণ হবে মেশ্‌কের ঘ্রাণ। যাকে আল্লাহর পথে ক্ষত করা হয় তার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালাই খুবভাবে জানেন।" (বুখারী প্রথম খন্ড পৃঃ ৩৯৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَاتَجِفُّ الْاَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَتّٰى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَاَنَّهُمَا ظِئْرَانِ اَضَلَّتَا فَصِيْلَهُمَا فِىْ بَرَاحٍ مِّنَ الْاَرْضِ وَيَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ حُلَّةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (ابن ماجه ص ـ٢٠١)

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা)-এর নিকটে শহীদগণের আলোচনা করা হলো। তখন তিনি এরশাদ করেন, শহীদ ব্যক্তির রক্ত জমিন থেকে না শুকাতেই তার দু'জন হুর স্ত্রী তার নিকটে এসে তাকে এভাবে উঠায়ে নেয়, যেন তারা দু'জনই ধাত্রী যারা নিজেদের লালিত পালিত সন্তানকে জমিনের খোলা ময়দানে হারিয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে জান্নাতের এক এক জোড়া পোশাক রয়েছে যা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অতি উত্তম।" (ইবনে মাজা পৃঃ ২০১)

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَمَا قُتِلَ اَبِىْ جَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ اَبْكِىْ وَيَنْهَوْنِىْ وَالنَّبِىُّ ﷺ لَايَنْهَانِىْ فَجَعَلَتْ عَمَّتِىْ فَاطِمَةُ تَبْكِىْ

www.amarboi.org

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِيْنَ اَوْ لَاتَبْكِيْنَ فَمَا زَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ (بخارى الجلد اول ص ـ ١٦٦)

"হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যখন আমার পিতা (ওহুদের যুদ্ধে) নিহত হলেন। আমি তাঁর মুখের কাপড় খুলে কাঁদতেছিলাম আর লোকগণ আমাকে নিষেধ করছিল কিন্তু হযরত নবী (সা) আমাকে নিষেধ করেননি। আর আমার ফুফু ফাতিমা কাঁদতেছিলেন, তখন নবী (সা) বললেন, হে ফাতিমা তুমি কাঁদ বা না কাঁদ তোমার ভাই আবদুল্লাকে ফেরেশতাগণ তাদের পাখা দ্বারা ছায়া করছে যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা তাঁকে উঠিয়ে না নিবে।" (বুখারী প্রথম খন্ড পৃঃ ১৬৬)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلشَّهِيْدِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُلَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوْتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقْرِبَائِهٖ (رواه التِّرمِى الجلد اول ص ـ ١٩٩ ابن ماجه ص ٢٠١ مشكوة ص ـ ٣٣٣)

"হযরত মিকদাম ইবনে মাদিকারাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকটে শহীদ ব্যক্তির ছয়টি উচ্চ মর্যাদা ও মহাপুরস্কার রয়েছে ঃ (১) রক্তের প্রথম ফোটা পড়তেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, (২) তার স্থান জান্নাতে দেখান, (৩) কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়, (৪) কিয়ামত ও জাহান্নামের ভয়ংকর আতংক থেকে রক্ষা করা হবে, (৫) আর মাথার উপরে ইয়াকুতের সম্মানিত মুকুট পরান হবে যা পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সেগুলোর চেয়ে উত্তম ও (৬) ডাগর ডাগর চক্ষুধারী ৭২ (বাহাত্তর) জন হুর তার সাথে বিবাহ দেয়া হবে এবং তার আত্মীয় স্বজনের মধ্য থেকে ৭০ (সত্তর) জন আত্মীয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।" (তিরমিজি প্রথম খন্ড পৃঃ ১৯৯, ইবনে মাজা পৃঃ ২০১, মিশকাত পৃঃ ৩৩৩)

www.amarboi.org

উপরে শহীদের যেসব অতি উচ্চ ফজিলত, মর্তবা ও মর্যাদার কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলীল দ্বারা বর্ণনা করা হলো সেগুলো ঐ সমস্ত শহীদকে দেয়া হবে এবং ঐ শহীদের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে যারা ইসলামের বিশেষ তিনটি গুণ বা শর্ত নিজেদের মধ্যে অর্জন করেছে। ইসলামের এ তিনটি বিশেষ গুণ বা শর্ত হাছিল করা ব্যতীত কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট শহীদ বলে গণ্য হবে না। পৃথিবীর লোকেরা অন্যান্য নিহত লোককে শহীদ বলে যতই উপাধী দেয় না কেন। কিন্তু ইসলাম মোতাবেক তারা কখনো শহীদ হবে না। কারণ এ বিশেষ গুণ তিনটি বা শর্ত অর্জন করার কথা পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরীফে স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি এ কিতাবে ইসলামের এ বিশেষ গুণ তিনটির কথা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট দলীলসমূহ উদ্বৃত করে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এর পূর্বে হক ও বাতিল পথের ইতিহাস, বাতিল পন্থীরা যে 'তাগুত' এর ব্যাখ্যা, তাদের স্বভাব চরিত্রের কথা, তারা কেন প্রত্যেক যুগে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে এর কারণসমূহ কি, শহীদ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি কথাগুলো ব্যাখ্যা করব যেগুলো জানতে পারলে একদিকে প্রকৃত শহীদের তাৎপর্য ও সঠিক শহীদের রূপটি বের হয়ে আসবে। অপর দিকে শহীদের অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যা স্বমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

www.amarboi.org

তাওহীদি জীবনব্যবস্থা ও মনগড়া জীবনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহ হযরত আদম (আ) কে নবী বানিয়ে সর্বপ্রথম তাঁর উপর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা নাযিল করেন। হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তান-সন্ততি নিয়ে এ জীবনব্যবস্থার উপর চলতে থাকেন। এমনকি এ জীবনব্যবস্থা হযরত নূহ নবীর জমানার পূর্বকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। হাজার হাজার বছর পর্যন্ত এ জীবনব্যবস্থা চালু ছিল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমাজে পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করছিল। কোন দিন সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা, অরাজকতা বা ওলটপালট হয়নি। এ জীবনব্যবস্থাই সনাতন, সঠিক ও স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা।

হযরত নূহ নবীর কিছুকাল পূর্বে তাগুতের জন্ম হয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে। যখন তারা সর্বপ্রথম মনগড়া ও শিরক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করে শাসনের পরিবর্তে শোষণ করতে থাকে এবং সমাজে অশান্তি, বিশৃংখলা ও বিরাট ওলটপালট করতে শুরু করল তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ নবীকে সেই সনাতন জীবনব্যবস্থা দিয়ে পাঠান। এতে তাগুতদের সাথে তাঁরা বিরাট সংঘর্ষ চলতে থাকে। যখন তাগুতগণ বেশী বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করতে থাকে তখন আল্লাহ তায়ালা মহাপ্লাবন দ্বারা এ তাগুত জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এরপর প্রত্যেক যুগে পৃথিবীর সব দেশে তাগুত ছিল এবং তার প্রত্যেক নবী-রসূলের সাথে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করতে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশে তাগুত আছে যারা নায়েবে রাসূলের সাথে সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও স্বশস্ত্র যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাগুতগণ শির্ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করে সমাজে জুলুম-অত্যাচার, শাসনের নামে শোষণ, হারাম পথে উপার্জন, হারাম পথে ব্যয়, ধর্ষণ ইত্যাদি দ্বারা সমাজকে কলুষিত করতে থাকে। তখন তাওহীদবাদী মুসলিমগণ তাদেরকে বাধা দেন ও তাওহীদি জীবনব্যবস্থার দিকে লোকদেরকে আহবান করেন। এতে তাগুতগণ তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও কুৎসা রটায়, দোষারোপ করতে থাকে অবশেষে স্বশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এমনকি তাদের দলবল নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আল্লাহ একদিকে তাগুতের গোলামী করা থেকে বেঁচে থাকার অপরদিকে তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষগণ তাগুতের অনুসরণ করা ও তাদের বানানো শির্ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে

www.amarboi.org

বেঁচে থাকে এবং তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করবে। যেমন আল্লাহ কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ج (سورة نحل : ٣٦)

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছি। (এ বিষয় সতর্ক করার জন্য) যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর গোলামী কর আর তাগুতের অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাক।" (সূরা আন নাহাল ঃ ৩৬)

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج (سورة الزمر : ١٧)

"আর যারা তাগুতের গোলামী করা থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে থাকে তাদের জন্য সুসংবাদ।" (সূরা জুমার ঃ ১৭)

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لاَانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (سورة البقره : ٢٥٦)

"অতএব যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করে এবং আল্লাহর পূর্ণ তাওহীদের উপর একীন করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই মজবুত বাঁট (handle) আঁকড়ে ধরল যা কখনো ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط (سورة الشورى : ١٣)

"তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা সেই জীবনব্যবস্থা নির্ধারিত করেছেন যা নূহকে হুকুম করেছিলেন আর হে মুহাম্মাদ তা তোমার প্রতি আমি অহি

www.amarboi.org

করেছি এবং ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসার প্রতি যা হুকুম করেছিলাম তা এই যে, তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম কর এবং এর মধ্যে কোন মতভেদ করো না।" (সূরা আশ শুরা ঃ ১৩)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ (سورة ال عمران : ٨٣)

"তারা কি আল্লাহর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায় ? (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○(سورة ال عمران : ٨٥)

"আর যারা ইসলামী জীবনব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন জীবনব্যবস্থা চায় তবে তা গ্রহণ করা হবে না আর আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

তাগুতের পথ বাতিল, অসত্য ও ভেজাল হওয়ার কারণে উপরে উল্লেখিত প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ও স্পষ্ট রূপে তাগুত শব্দ ব্যবহার করে তাদের অনুসরণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাওহীদি জীবনব্যবস্থা অস্বীকারকারীগণ সর্বদা তাগুতের পথে চলে আসছে এবং তাদের পথকে জীবিত ও বহাল রাখার জন্য যুদ্ধ করে আসছে। অপরদিকে তাওহীদবাদীগণ আল্লাহর পথে চলে এবং তাঁর দেয়া তাওহীদি জীবনব্যবস্থাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে আসছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ (سورة النساء : ٧٦)

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা তাওহীদি জীবনব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছে তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু'দলে বিভক্ত করেছেন। (১) তাওহীদবাদী ঈমানদারগণ ও (২) তাওহীদ অস্বীকারকারী লোকগণ। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, তাওহীদবাদী

www.amarboi.org

লোক ব্যতীত সমস্ত মানুষ তাগুতের দল। যদিও স্বার্থ, প্রাধান্য ইত্যাদির জন্য তাদের মধ্যে অনেক কোন্দল, দ্বন্দ্ব দলাদলি থাকুক না কেন। তবুও ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সব এক হয়ে যায় যেমন বিশ্ব নবী এরশাদ করেছেন اَلْ كُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 'কুফর সব একদল'।

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাওহীদবাদী ঈমানদারগণকে আল্লাহর দল ও আল্লাহর সৈন্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাদের বিজয় হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন যেমন তিনি কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন ঃ

أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

"ইহারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ আল্লাহর দল অবশ্যই উত্তীর্ণ হবে।"
(সূরা মুজাদালা ঃ ২২)

فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○(سورة المائده : ٥٦)

"অতএব আল্লাহর দল নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৬)

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○(سورة الصفات : ١٧٣)

"আর আমার সৈন্য অবশ্যই বিজয়ী হবে।" (সূরা আস সাফফাত ঃ ১৭৩)

অপর দিকে তাগুতের দলকে শয়তানের দল এবং তাদের লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

"ইহারাই শয়তানের দল। জেনে রাখ শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হবে।" (সূরা মুজাদালা ঃ ১৯)

যখন সব যুগে তাগুত ছিল, আর বর্তমানেও সব জায়গায় তাগুত আছে তখন তাগুতের বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যাতে পাঠকের সামনে তাদের চিত্র ফুটে উঠে এবং তাদের অনুসরণ ও গোলামী করা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

তাগুত (طَاغُوت) এর বিশদ ব্যাখ্যা

(১) তাগুত এর আভিধানিক অর্থ ঃ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী, দুষ্ট নেতা, জুলুম ও পাপের মধ্যে সীমালংঘকারী ব্যক্তি, শয়তান, বাতিল ও মিথ্যা মাবুদ (মিছবাহুল লুগাত)। প্রত্যেক পথভ্রষ্ট নেতা, গণক, শয়তান (লুগাতে

www.amarboi.org

কিশ্ওয়ারী, লুগাতে মুখ্তারুছ্ ছিহাহ্)। সীমালংঘনকারী ব্যক্তি, পবিত্র কুরআনে যার কোন প্রমাণ বা সমর্থন মিলে না এমন সব আইন কানুন দ্বারা যে ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে সে ব্যক্তি তাগুত, তাগুত অনুসারী অনুগত ব্যক্তিও হতে পারে আবার যার অনুসরণ করা হয় (নেতা) সে ব্যক্তিও হতে পারে। (ইবনুল কাইয়েমের তিনটি মৌলিক নীতি ও প্রমাণ পঞ্জী পৃঃ ৩৭-৩৮)। শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব তাগুতের তরজমা করেছেন—পথভ্রষ্টকারীগণ।

কুরআনের পরিভাষায় তাগুতের অর্থ এই যে ঃ

اَلطَّاغُوْتُ كُلُّ مَاتَجَاوَزَبِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَّعْبُوْدٍ اَوْ مَتْبُوْعٍ اَوْ مُطَاعٍ (مذكرة فى العقيدة : ٥٣)

"গোলাম (মানুষ) যেসব খারাপ ও অন্যায় কাজ-কর্ম দ্বারা মাবুদের আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে সীমালংঘন করে কিংবা নবী-রাসূলের অনুসরণ বা আনুগত্য থেকে সীমালংঘন করে সেই হলো তাগুত।"

(মুজাক্কিরাতুল ফিল আকীদা পৃঃ ৫৩)

তাগুত শব্দের ব্যাকরণগত তাহকীক ঃ কাজী আয়াজ, ইমাম কারখী ও ছাইয়েদ কুতুব প্রমুখ বলেন ঃ طُغْيَانٌ শব্দ মাছদার (উৎস) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। কোন কোন ভাষাবিদ বলেন طَاغُوْت শব্দ طَغٰى ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে طَغٰى ক্রিয়া আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَمَّا طَغَى الْمَاءُ অর্থ ঃ যখন পানি সীমালংঘন করল। (সূরা আল হাক্কা ঃ ১২)

তাগুতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত আদম (আ) থেকে হযরত নূহ নবীর জামানার পূর্বকাল পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর দেয়া তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম ছিল। হযরত নূহ নবীর কিছুকাল পূর্বে সর্বপ্রথম তাগুতের জন্ম হয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করে নিজেদের বানানো শির্ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করে। সে সময় থেকে শির্ক, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ও কুকর্ম-অপকর্ম আরম্ভ হয়। ছোট-বড়, উঁচু নিচু ও বিভিন্ন ধরনের ভেদাভেদ করা শুরু হলো। এরপর প্রত্যেক যুগে তাগুতগণ শির্ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান জামানায়ও সব দেশে তাগুত ও তাদের অনুসারী আছে এবং

www.amarboi.org

তাদের বানানো শির্‌ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করেছে—যার ফলে পৃথিবীর সব জায়গায় অশান্তি, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা বিরাজ করছে। যা বৃন্দ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। শির্‌ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার কুফল যে পূর্ব জামানায়ও ছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কুরআনের আয়াতসমূহ উদ্বৃত করে পাঠকের সামনে পেশ করলাম যাতে তাগুত সম্পর্কে তাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হবে।

(ক) সর্বপ্রথম নূহ নবীর কাওমের তাগুতপনার কথা কুরআন শরীফে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ○

"এর পূর্বে নূহর কাওমকে (আল্লাহ ধ্বংস করেছেন) কারণ তারা বিরাট জালেম এবং সবচেয়ে বেশী সীমালংঘকারী ছিল।"

(সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৫২)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা اَطْغٰى শব্দ ব্যবহার করেছেন যা طَغٰى ক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুণবাচক বিশেষ্য (Superlative degree)। অতএব اَطغى শব্দের অর্থ হলো—সবচেয়ে বেশী শরীয়াতের সীমালংঘকারী।

(খ) নিম্ন আয়াতে আদ জাতি, সামুদ জাতি ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের তাগুতপনার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ○ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ○ (سوره الفجر : ١١-١٢)

"তারা পৃথিবীর শহর বন্দরে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করেছিল। অতপর তারা সেসব স্থানে বিরাট অশান্তি ও বড় বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।"

উপরে আয়াতটিতে طَغَوْا নাম পুরুষ বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি ও ফেরাউন সম্প্রদায় আল্লাহর সীমালংঘন করেছিল।

(গ) ফেরাউন যে সীমালংঘন করেছিল তা সূরা ত্বহায় দু'বার আর সূরা নাজিয়াতে একবার মোট তিনবার طَغٰى ক্রিয়া ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (سوره طه : ٢٤-٤٣ ـ النزعت : ١٧)

www.amarboi.org

"(হে মূসা) তুমি ফেরাউনের নিকট যাও। কারণ সে অবশ্যই সীমালংঘন করেছে।" (সূরা ত্বহা ঃ ২৪ ও ৪৩, সূরা আন নাজিয়াত ঃ ১৭)

(ঘ) অবশেষে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জামানার বড় বড় তাগুত যেমন আবু জাহেল, আবু লাহাব, অলিদ, উতবা, শায়বা প্রমুখের তাগুতপনার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كَلَّا اِنَّ الْاِنسَانَ لَيَطْغٰى ○ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ○ (سورة العلق : ٦-٧)

"কখনও নয়। মানুষ নিশ্চয়ই সীমালংঘন করতেছে এ কারণে যে, সে নিজকে ধনবান মনে করে।" (সূরা আলাক ঃ ৬-৭)

এ আয়াতের শানেনুজুলে তাগুত আবু জাহেলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ একদিন সে হুজুর (সা)-এর উপর বিরাট জুলুম করেছিল। কিন্তু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট কোন মানুষের নাম উল্লেখ করেন নাই বরং আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ রেখেছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত যে যুগেই মানুষ ধন-জনের দাপটে জুলুম-অত্যাচার ও ধর্ষণ করবে। তাওহীদবাদী লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও সশস্ত্র যুদ্ধ করবে তারা অবশ্যই তাগুত হবে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা সমষ্টিগত, দলগত ও সমাজগত তাগুতদের তাগুতপনার কথা বর্ণনা করেন ঃ

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○ (سورة الطور : ٣٢)

"তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ অসৎ কাজের আদেশ করে ? কিংবা তারা সীমালংঘনকারী লোক ?" (সূরা আত তুর ঃ ৩২)

بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○

"বরং তারা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরায়ে নাও। এতে তুমি তিরস্কৃত নহে।" (সূরা জারিয়াত ঃ ৫৩-৫৪)

উপরে উল্লেখিত আয়াত দু'টির প্রত্যেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একথা বলেছেন– قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থ ঃ তারা বিরাট সীমালংঘনকারী দল। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, তারা কোন্ সীমালংঘন করেছে ? উত্তর এই যে, তারা কুরআন ও হাদীসের সীমারেখাকে অতিক্রম করেছে এভাবে যে, যারা তাওহীদ ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে শির্‌ক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য তাওহীদবাদীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও সশস্ত্র যুদ্ধ করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সীমালংঘনকারী তাগুত হয়েছে।

www.amarboi.org

তাগুত ও তাদের অনুসারীদের স্বভাব-চরিত্র

প্রত্যেক যুগের তাগুত ও তাদের অনুসারীদের স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহার এরূপ হয়ে থাকে ঃ

(ক) তারা বিরাট জালেম ও আল্লাহর নাফরমানিতে খুব বেশী সীমালংঘকারী হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى (سورة النجم : ٥٢)

"তারা বিরাট জালেম এবং আল্লাহর নাফরমানীতে খুব বেশী সীমালংঘকারী ও বিদ্রোহী ছিল।" (সূরা আন নাজম্ ঃ ৫২)

(খ) তারা শহরে, বন্দরে ও গ্রাম এলাকায় ধনদৌলত ও শক্তির দাপটে খুব জুলুম-অত্যাচার, জোর করে নারী ধর্ষণ, যেনা-ব্যভিচার, মদ-জুয়া, অন্যায়-অবিচার করে থাকে, বিনাদোষে হত্যাকাণ্ড করে বেড়ায়, ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা জ্বালিয়ে দেয় ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلٰدِ ○ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ○

"তারা বিভিন্ন শহর-বন্দরে খুব বেশী সীমালংঘন করে। অতপর তারা সেসব স্থানে বিরাট অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।"

(সূরা ফাজর ঃ ১১-১২)

(গ) জ্ঞানভিত্তিক যুক্তি-তর্ক ও দলীল-প্রমাণের ধার ধারে না। কেবল শক্তি ও বলপ্রয়োগ করে তাদের মত ও পথ বহাল রাখার চেষ্টা করে থাকে। যেমন হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ) ফেরাউনের নাহক জুলুম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির কথা আল্লাহর নিকটে বলেছিলেন ঃ

قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى (سورة طه : ٤٥)

"হে আমাদের রব ! আমরা ভয় করছি যে, ফেরাউন আমাদের উপর শক্তিপ্রয়োগ করবে কিংবা সে সীমালংঘন করবে।" (সূরা ত্বহা ঃ ৪৫)

(ঘ) তাগুতগণ তাদের অনুসারীদেরকে সঠিক জ্ঞান থেকে সরায়ে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও ভ্রান্তপথের দিকে নিয়ে যায়। ছহিহ শুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ও সঠিক চিন্তাধারা তাদের মন-মগজে স্থান পায় না যার ফলে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অনৈসলামিক চিন্তাধারা, কুসংস্কার ইত্যাদির দিকে চলতে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ (سورة البقرة : ٢٥٧)

"আর কুফরী অবলম্বনকারীদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হলো তাগুতগণ। এই তাগুতগণ তাদেরকে সত্য ও সঠিক জ্ঞান থেকে মূর্খতা, অজ্ঞতা ও ভ্রান্তপথের অন্ধকারে বের করে নিয়ে যায়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

এখানে একথা জানা দরকার যে, যাদের নিকট আল্লাহর কুরআনের জ্ঞান নেই, ইসলাম তাদেরকে জাহেল, অজ্ঞ ও মূর্খ বলে অভিহিত করেছে। যদিও তারা কলেজ, ইউনিভারসিটি থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসে। এমনকি জামানার আইনেস্টাইনও যদি হয় না কেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্বজ্ঞ, একমাত্র তাঁর নিকটই সঠিক জ্ঞানের ভাণ্ডার। যখন তারা সেই সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত তখন মানুষের দেয়া জ্ঞান থেকে সঠিক জ্ঞান কিভাবে লাভ করবে ?

(৬) তাগুত যদি জজ, হাকিম বা বিচারক হয় তবে তারা ঘুষখোর হয় ও সবলের পক্ষপাতিত্ব করে। এ জন্য তাদের নিকট সুবিচার পাওয়া যায় না। জালেম, ফাসিক ও মুনাফিক লোকগণ তাদের নিকট যেয়ে বিচারের ফায়সালা নিজেদের পক্ষে করে নেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَاُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ۭ (سورة النساء : ٦٠)

"তুমি কি সেসব লোকদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তারা সে কিতাবের উপর ঈমান এনেছে যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা যাবতীয় ব্যাপারে তাগুতের নিকট ফায়সালা করার জন্য পৌঁছতে থাকে। অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।"
(সূরা আন নিসা ঃ ৬০)

তাগুত ও তাদের অনুসারীদের যুদ্ধের কারণ

শিরক ভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় একদিকে তাগুত ও তাদের অনুসারীগণ অসৎ পথে এক চেটিয়া ধন-সম্পদের মালিক হতে থাকে। অপর দিকে এ ধন-সম্পদ

www.amarboi.org

ও দলবলের দাপটে সমাজে জুলুম অত্যাচার ও দমননীতি চালাতে থাকে। অবাধে মদ নারী ব্যবহার করতে থাকে। জোরপূর্বক নারী ধর্ষণ করতে থাকে। তাদের গুন্ডা, বদমাইশ, দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত অনুসারীরা ছিনতাই, হাইজ্যাক ও চুরি-ডাকাতি করে নারী নিয়ে পার্কে, ক্লাবে, আবাসিক হোটেলে বেহায়াপনা করতে থাকে। যখন এ কুঅভ্যাস ও কুকাজগুলো স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তখন আর এ কুস্বভাব থেকে সুপথে আসা তাদের জন্য খুবই দুষ্কর হয়ে যায়। যেমন ইংরেজীতে বলে Habit is Sceand Nature, অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব হয়। আর তারা এ কুস্বভাবের উপর থাকার জন্য বদ্ধপরিকর।

এ অবস্থায় ও এ পরিবেশে যখন তাওহীদবাদীগণ তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সমাজে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে আহবান করেন এবং অসৎ কাজ করা থেকে নিষেধ করেন, তখন তাগুত ও তাদের অনুসারীদের মাথায় রক্ত উঠে যায়, গাত্রদাহ ও জ্বালাপোড়া আরম্ভ হয়ে যায়। কারণ তাওহীদি জীবনব্যবস্থায় কুকর্ম ও অসৎ কাজের কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। আর কুকর্মের জন্য ইসলামী আইনে কঠোর শাস্তি হয়ে থাকে। এ জন্য তারা প্রথমে তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করতে থাকে। গুজব ছড়াতে থাকে বিরাট বিরাট ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করতে থাকে। এরপর তারা সংগ্রাম, সংঘর্ষ করতে থাকে। এমনকি বাস্তবে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে থাকে। যেন তাওহীদি জীবন ব্যবস্থা কায়েম হতে না পারে এবং মত ও পথ বহাল থাকে। কারণ তাওহীদি জীবনব্যবস্থার উপর চলতে কখনই রাজী নয়। এ ব্যবস্থায় চলাটা তাদের জন্য খুবই কঠিন ও কষ্টকর মনে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط (سورة الشورى : ١٣)

"তুমি শিরকবাদীদেরকে তাওহীদি জীবনব্যবস্থার দিকে ডাকছো তা তাদের উপর খুবই কঠিন লাগে।" (সূরা আশ শুরা ঃ ১৩)

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوْا الْبَاطِلَ (سورة محمد : ٣)

"ইহা এ জন্য যে, তাওহীদি জীবনব্যবস্থা অস্বীকারকারীগণ বাতিল ও অন্যায়ের অনুসরণ করেছে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩)

وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخِذُوْا اٰيٰتِىْ وَمَا اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○ (سورة الكهف : ٥٦)

www.amarboi.org

"আর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা অস্বীকারকারীগণ বাতিল ও অন্যায়ের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করে। উদ্দেশ্য এই যে, বাতিল (মিথ্যা, গুজব ও অন্যায় কথা) দ্বারা ন্যায় ও হককে উড়িয়ে দিবে এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যে জিনিসের ভয় দেখান হয় তাকে ঠাট্টার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে।"

(সূরা কাহাফ ঃ ৫৬)

وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ (سورة المؤمن : ٥)

"আর তারা বাতিল ও অন্যায়ের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করে এই উদ্দেশ্যে যে, বাতিল (মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ইত্যাদি) দ্বারা হক ও ন্যায়কে উড়িয়ে দিবে।" (সূরা মুমিন ঃ ৫)

وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط (سورة البقرة : ٢١٧)

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে এমনকি তাদের ক্ষমতায় সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের তাওহীদি জীবনব্যবস্থা হতে ফিরায়ে নিবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ط (سورة الممتحنة : ٢)

"তাদের অভ্যাস তো এই যে, যদি তারা তোমাদেরকে কাবু ও জব্দ করতে পারে তবে তারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করবে, আর তারা তাদের হাত ও মুখের কথা দ্বারা তোমাদেরকে জ্বালাতন করবে। আর তারা ইহা চায় যে, তোমরা কাফের (তাওহীদ অস্বীকারকারী) হয়ে যাও।"

(সূরা মুমতাহিনা ঃ ২)

---

www.amarboi.org

তাওহীদবাদীদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ নয় পথের কন্টক সরিয়ে তাওহীদ ধর্ম কায়েম করা

প্রথমত তাওহীদবাদীগণ হক ও সঠিক পথে আছে। দ্বিতীয়ত, তারা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ ও খারাপ পথ থেকে নিষেধ করবে। যারা অসৎ পথ থেকে ফিরে সৎপথে আসবে তারাতো তাওহীদ-বাদীদের দলের মধ্যে শামিল হবে। তৃতীয়ত, যারা অসৎকাজ ও খারাপ পথ পরিত্যাগ তো করবেই না বরং তাগুতদের অনুসারী হয়ে তাওহীদি জীবন ব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে পথের মধ্যে কন্টক স্বরূপ দাঁড়িয়ে চরমভাবে বাধা দিতে থাকে এবং সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়। এ অবস্থায় তাওহীদবাদীগণ আল্লাহর দল ও তাঁর সৈন্য হিসেবে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ কন্টক সরানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেবে। যাতে এ কন্টক ও বাধা চূরমার হয়ে তাওহীদি ঝাণ্ডা বুলন্দ হয় এবং নিজেদের আত্মরক্ষার পথ নিরাপদ হয়। যদি এ কন্টক ও বাধা না সরান হয় তবে পৃথিবীতে ফাসাদ, অশান্তি ও বিপর্যয়ে ভরপুর হয়ে যাবে এজন্য এ কন্টক ও বাধা নির্মূল করা তাওহীদবাদীদের উপর ফরজ। যদি তারা এ কাজ না করে তবে তাদের দোয়া প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। বরং আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ হতে থাকবে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নির্দেশগুলো হুবহু উল্লেখ করা হলো ঃ

وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ط (سورة محمد : ٣)

"আর ঈমানদারগণ তাদের রবের তরফ থেকে আসা হক ও সঠিক পথে চলে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط (سورة ال عمران : ١١٠)

"(হে মুসলিমগণ !) তোমরা এমন সর্বোত্তম জামায়াত, যাদেরকে মানুষের হেদায়াতের জন্য কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং মজবুত ঈমান রেখে চলবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

www.amarboi.org

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (سورة ال عمران : ١٠٤)

"আর তোমাদের মধ্যে এমন কতক লোক হোক, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎকাজের নির্দেশ করবে আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সাফল্য মণ্ডিত।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

আল্লাহ তায়ালা তাওহীদবাদীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ (سورة البقرة : ١٩٣)

"আর তোমরা তাগুতগণের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না শিরকী জীবনব্যবস্থা শেষ হয়, আর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা আল্লাহর জন্য স্থির হয়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج

"আর তোমরা তাগুতগণের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না শিরকী জীবনব্যবস্থা শেষ হয় আর তাওহীদিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর জন্য স্থির হয়।" (সূরা আল আনফাল ঃ ৩৯)

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (سورة الانفال : ٧٣)

"যদি তোমরা এ কাজ না কর তবে পৃথিবীতে অশান্তি, বিপর্যয় ও বিরাট উৎপাত হবে।" (সূরা আল আনফাল ঃ ৭৩)

বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْ عُنَّهٗ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (رواه الترمذى مشكوة : ٤٣٦)

"হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) এরশাদ করেছেন, ঐ মহাসত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন ! তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা তোমাদের

www.amarboi.org

উপর আল্লাহর তরফ থেকে আযাব আসবে। অতএব তোমরা তাঁর নিকট দোয়া প্রার্থনা করবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।" (এ হাদীসটি ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন ; মিশকাত পৃঃ ৪৩৬)

قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاخُذُنَّ عَلٰى يَدَنِ الظَّالِمِ وَلَتَاطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ (مشكوة : ٤٣٨)

"বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেছেন, তোমরা আযাব থেকে কখনও মুক্তি পাবে না। আল্লাহর শপথ ! হয় তোমাদের এমন করতে হবে যে, সৎকাজের আদেশ করবে আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং জালেমের হাত ধরে ফেলবে ও তাকে হকের দিকে জোরপূর্বক নিয়ে আসবে এবং তাঁকে হকের উপর ফিরিয়ে রাখবে নতুবা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের এ পরিণাম সংঘটিত হবে যে, জালেম ও অসৎলোকদের দিলের ও কাজের প্রভাব তোমাদের দিলের ও কাজের উপর পড়বে। আর তাদের ন্যায় তোমাদের উপর লা'নত অভিশাপ হতে থাকবে।" (মিশকাত পৃঃ ৪৩৮)

তাওহীদবাদী মু'মিনগণ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের এ সমস্ত হুকুমকে ভয় করে তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সংগ্রাম ও জিহাদ করে আসছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত এক জামায়াত তাওহীদবাদী মু'মিন জিহাদ করতে থাকবেন। যেমন জাবির বিন ছামুরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّبْرَحَ هٰذَا الدِّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ۔

"জাবির বিন ছামুরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, এই ধর্ম সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে যার জন্য মুসলমানদের এক জামায়াত যুদ্ধ করতে থাকবেন কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।" (এই হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ; মিশকাত পৃঃ ৩৩০)

এ জামায়াত মুসলিম হলেন হক পন্থি। যেমন হুজুর (সা) স্বয়ং এরশাদ করেন ঃ

www.amarboi.org

لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرَةً عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ -

"আমার উম্মতের মধ্যে এক জামায়াত লোক কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত নূহ নবী থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলের বিরুদ্ধেই তাগুতগণ সংগ্রাম, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ করেছে। কিন্তু সর্বপ্রথম কোন্ নবীর সাথে, কোথায় এবং কোন্ সময় তাগুতগণ তাদের দলবল নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে দ্বিতীয় কোন্ নবীর সাহাবা সর্বপ্রথম তাগুতদের হাতে শহীদ হয়েছে তা জানা দরকার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে কোন নবীর নাম উল্লেখ না করে, এভাবে কোন নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের কথা উল্লেখ না করে সাধারণভাবে অনেক নবী রাসূলের জিহাদ করাও তাঁদের সঙ্গীসাথীর শহীদ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ - فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ○ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ○(سورة ال عمران : ١٤٦ -١٤٧)

"আর এমন অনেক নবী ছিলেন যাঁদের সাথে বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক (আলেমগণও ফিকাহবিদগণ) মিলে জিহাদ করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের উপর এসেছিল (তাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিল) তাতে তারা হতাশ হয়ে যায়নি। তারা (শত্রুর সামনে) দুর্বলতা দেখায়নি। আর তারা (বাতিলের সম্মুখে) মাথা নত করেনি। বস্তুত এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ ভালবাসেন। (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের একথাই ছিল, হে আমাদের রব ! আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা কর, আামদের কাজকর্মে তোমার নির্দিষ্ট সীমার যা কিছু লংঘন হয়েছে তা ক্ষমা কর। আমাদের পা মজবুত করে দাও আর তাওহীদ অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬-১৪৭)

এখানে জেনে রাখা দরকার যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর পূর্বের নবী রাসূলের উম্মতগণের যত জিহাদ হয়েছে আর হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর

www.amarboi.org

সাহাবা (রা) থেকে আরম্ভ করে যত জিহাদ হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত জিহাদ হবে সব যুগের জন্য আল্লাহ তায়ালা শহীদ হওয়ার জন্য তিনটি স্থায়ী শর্ত আরোপ করেছেন। যথা ঃ (১) খাঁটি ও মজবুত ঈমানদার হওয়া, (২) আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার জন্য। আর কায়েম থাকলে তা অতি উচ্চ করার জন্য জিহাদ করা ও (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি হাছিলের জন্য জিহাদ করা। পূর্ববর্তী উম্মতগণের এ তিনটি সৎগুণ বা তিনটি শর্ত উপরে উল্লেখিত আয়াতের উপর লক্ষ্য করলে অনায়াসে বের হয়ে আসে। যথা ঃ (১) সশস্ত্র জিহাদের ময়দানেও তাদের খাঁটি ও মজবুত ঈমান অটল-অচল ছিল। আয়াতের শব্দগুলোই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। যথা ঃ তাদের কতক সঙ্গী শহীদ হওয়ার কারণে তারা হতাশ হয় নাই (فَمَا وَهَنُوا) শত্রুর সামনে তারা দুর্বলতা দেখায় নাই (وَمَا ضَعُفُوا) এবং তারা বাতিলের সম্মুখে মাথা নত করে নাই (وَمَا اسْتَكَانُوا) (২) তারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য বা অতিউচ্চ করার জন্য জিহাদ করেছে (فِى سَبِيلِ اللّٰه) আর (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল করার জন্য জিহাদ করেছে যা তাদের প্রার্থনা থেকে বুঝা যায় যথা ঃ তারা একমাত্র এ প্রার্থনা করেছে হে আমাদের রব ! জিহাদের মধ্যে আমাদের যে ভুলত্রুটি হয়েছে এবং আমাদের কাজকর্মে তোমার যতটুকু সীমালংঘন হয়েছে এতে তুমি অসন্তুষ্ট হইও না বরং ক্ষমা করে তোমার সন্তুষ্টি ও রেজামন্দির দরোজা যেন আমাদের উপর সর্বদা খোলা থাকে (رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا) এ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীলসমূহ হুবহু উদ্বৃত করে এ তিনটি শর্তের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে ফিলিস্তিনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার নির্দেশ দেন যখন হযরত মূসা নবী ছয় লাখের বেশী বনী ইসরাঈল নিয়ে মিসর দেশ ত্যাগ করে তীহ্ প্রান্তরে আসেন। তখন আল্লাহ তায়ালা ফিলিস্তিন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র বা তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। যেমন তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ Ye Shall be unto me a kingdom of Priests and a holy nation: These are the words which thou Shalt Speak unto the Children of Israel. (Exodus, Chaptar 19. veres 6)

> "তোমরা আমার জন্য ধর্মীয় নেতাদের এক রাজ্য গঠন করবে এবং তোমরা এক পবিত্র জাতি হবে। এসব কথা তুমি ইসরাইলের সন্তানদেরকে বলে দাও।" (যাত্রাপুস্তক রুকু ১৯ আয়াত ৬)

তাওরাতের একথাকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ -

"আর আমি বনী ইসরাঈলকে ধর্মীয় নেতা বানাবার ও তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করার ইচ্ছা করলাম।" (সূরা আল কাছাছ ঃ ৫-৬)

পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা নবীর কথারও উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

"(হযরত মূসা নবী বনী ইসরাঈলকে বললেন) আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে জমিনে প্রতিনিধি বানাবেন। এরপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিরূপভাবে প্রতিনিধিত্বের কাজ সমাধা কর। (আরাফ ঃ ১২৯)

সর্বপ্রথম হযরত নবী 'রফিদীম' নামক স্থানে তাগুতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেন সেই সময় ফিলিস্তিন দেশে আমালেকা, আমোরী, হিত্তি প্রমুখ সাতটি শক্তিশালী তাগুত সম্প্রদায় বাস করত। যখন তারা শুনতে পেল যে, বনী ইসরাঈল তাদের দেশে তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আসছে। তখন সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী আমালেকাগণ অনেক দূর সামনে এগিয়ে তীহ্ প্রান্তরের 'রফিদীম' নামক স্থানে এসে বাধা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিল। হযরত মূসা নবী বনী ইসরাঈলকে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁর অলৌকিক লাঠি নিয়ে পাহাড়ের শিখরে গিয়ে দাঁড়ালেন। যেমন তাওরাতে বর্ণিত আছেঃ The Amalekites come and attacked the Israelites at Raphidim. Moses said to Iushua Pickout some men to go and fight the Amalekites tomorrow I will stand on top of the hill holding the stick that God told me to carry. Iushua did as Moses Commanded him and went out to fight the Amalekites. (Exodus, 17. verse 8-11)

"আমালেকাগণ 'রফিদীম' নামক স্থানে এসে ইসরাঈল জাতির সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। তখন মূসা (আ) ইউশাকে বললেন তুমি আমাদের পক্ষ থেকে কিছু লোক মনোনীত করে লও এবং আগামীকাল আমালেকাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি আগামীকাল লাঠি নিয়ে পর্বতের শিখরে দাঁড়াব যা বহন করতে আল্লাহ আমাকে বলেছেন। ইউশা মূসা (আ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমালেকাদের সঙ্গে যুদ্ধ করল।"

(যাত্রা পুস্তক রুকু ১৭, আয়াত ঃ ৮-১১)

www.amarboi.org

এরপর হযরত মূসা নবীর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল আমেরীয়দের রাজা 'সীহোন'-এর সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার দেশ বিজয় করেন। অতপর বাশনের রাজা উজকে হত্যা করে তার দেশও বিজয় করেন। (গণনা পুস্তক রুকু ২১ আয়াত ২১-৩৫ ; পঞ্চম পুস্তক রুকু ৩, আয়াত ১-১১)

কিন্তু ফিলিস্তিন দেশ বিজয় করার পূর্বেই হযরত মূসা নবী ইন্তিকাল করেন।

সর্বপ্রথম শহীদ

হযরত মুসা নবীর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান সাহাবী হযরত ইউশা নবী হন। যখন তাঁর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন বিজয় করার জন্য জিহাদ করতে থাকে তখন 'আয়' শহরের তাগুতগণ ৩৬জন বনী ইসরাঈলকে নিহত করে, যেমন ইউশা নবীর ছহিফায় বর্ণিত আছে ঃ The men of Ai Chased them from the city gate as far as some quarries and killed about thirty six of them on the way down the hill. (Iushua 7. verse 5)

অর্থ ঃ আয় শহরের তাগুত লোকেরা বনি ইসরাইলকে নগর দ্বার থেকে তাড়ায়ে দিল যতদূর সম্ভব তারা পশ্চাদ্ধাবন করল এবং তারা বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে প্রায় ৩৬জনকে নিহত করল পাহাড় থেকে নামার পথে। (ইউশায়ের পুস্তক রুকু ৭ আয়াত ৫)এ ৩৬জন বনী ইসরাঈল হলো সর্বপ্রথম শহীদ। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য জিহাদ করছিল।

এ শহীদ হওয়ার ঘটনাটি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নবী হওয়ার প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বের ঘটনা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় খন্ড
কুরআন-হাদীসের আলোকে শহীদ কারা

ইদানিং স্বার্থান্বেষী লোকেরা যাকে তাকে শহীদ বলে আখ্যা দিচ্ছে। এমনকি কাফের, মুশরিক, অমুসলিম, বেঈমান ও মুনাফেক নিহত হলেও তাদেরকে শহীদ বলে উপাধি দিয়ে তাদের সমাধিগুলোতে কত রকম শির্ক-বিদ্য়াত কার্য করে যাচ্ছে। আর ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ লেখকগণ বই-পুস্তকে পর্যন্ত শহীদের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা লিখে ছাত্র-ছাত্রীদের মন-মগজে এ ভ্রান্ত অর্থ দ্বারা নকল ও কৃত্রিম শহীদের চিত্র বদ্ধমূল করে দিচ্ছে। এসব কারণে অনেক মানুষ তাদের ফাঁদে ও খপ্পরে পড়ে তাদের বুলি আওড়াচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ শহীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানে না।

এখানে একথাগুলো ভালভাবে জানা দরকার। (১) শহীদ শব্দ আরবী (২) আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তির জন্য শহীদ উপাধি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তাঁর রাসূল (সা) দিয়েছেন। (৩) শহীদ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আল্লাহ তায়ালাই আরোপ করেছেন। একথাগুলো নিখুঁত ও সহিহ শুদ্ধভাবে জানতে হলে আরবী অভিধানসমূহ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে জেনেই শহীদ বলে আখ্যা দিতে হবে। এ দলীল প্রমাণগুলো ব্যতীত যদি কাউকে শহীদ বলে উপাধি দেয়া হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য ও বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন ধারাবাহিকভাবে আরবী অভিধানসমূহ, পবিত্র কুরআন-হাদীস শরীফ থেকে শহীদ-এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা হুবহু উদ্বৃত করে মানুষের সামনে পেশ করা বিশেষ দরকার যাতে তারা প্রকৃত শহীদ এবং নকল ও কৃত্রিম শহীদ-এর যাচাই করতে সক্ষম হয়।

অভিধানে شَهِيدٌ এর অর্থ উপস্থিত ব্যক্তি, সাক্ষ্যদাতা, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ লেখা হয়েছে। প্রথমে নির্ভরযোগ্য পাঁচখানা আরবী অভিধান থেকে শহীদ শব্দের আরবী ও উর্দু হুবহু অর্থ (বাংলা তরমজাসহ) উদ্বৃত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম। যাতে তারা নিসন্দেহে প্রকৃত শহীদ যাচাই করতে সক্ষম হবে।

www.amarboi.org

(١) اَلشَّهِيدُ = اَلْقَتِيْلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (مختار الصحاح)

অর্থ ঃ শহীদ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয়।
(মুখতারুছ্ ছিহাহ)

(٢) شَّهِيْدُ = قَتِيْلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ (مورد)

অর্থ ঃ শহীদ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়। (আল্মাওরিদ)

(٣) اَلشَّهِيْدُ = اللّٰه کی راه مین مقتول (مصباح اللغات)۔

অর্থ ঃ শহীদ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি। (মিছবাহুল লুগাত)

(٤) شهيد = وه شخص جوراه خدا مين بيكناه قتل هوا هو

অর্থ ঃ শহীদ হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে নিষ্পাপ নিহত হয়েছে। (লুগাতে কিশওয়ারী)

(٥) شهيد = وه شخص جو خداكى راه مين مذهب كى خاطر مارا جائ

অর্থ ঃ শহীদ হলো, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে ধর্মের জন্য মারা যায়। (লুগাতে ছাঈদী)

পাঠকবৃন্দ ! আপনারা প্রত্যেকটি অভিধানে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে, একমাত্র আল্লাহর পথে নিহত হলেই শহীদ হয়।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন শরীফে বলেন, যারা আল্লাহ তায়ালার পথে নিহত হয় একমাত্র তারাই শহীদ হবে এবং আল্লাহর বিরাট বিরাট পুরস্কার ও বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত পাবে। যেমন তিনি কুরআন শরীফে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ○ (سورة محمد : ٤ ـ ٦)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ কখনই নষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে (জান্নাত) দেখাবেন আর তাদের অবস্থা সুন্দর করবেন (মহামূল্য পোশাক পরিচ্ছদে ভূষিত করবেন) আর তাদেরকে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন যে বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাদেরকে (কুরআনের মাধ্যমে পৃথিবীতে) পরিচয় করিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪-৬)

www.amarboi.org

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○ (سورة النساء : ٧٤)

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতপর সে নিহত হয় বা বিজয় হয় আমি তাকে বিরাট পুরস্কার দিব।" (সূরা আন নিসা ঃ ৭৪)

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○(سروة ال عمران : ١٥٧)

"আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তবে আল্লাহর তরফ থেকে অবশ্যই ক্ষমা ও দয়া রয়েছে যা ঐ সমস্ত বস্তু থেকে অতি উত্তম যা তারা সংগ্রহ করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৭)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج (سورة النساء : ٧٦)

"ঈমানদারগণই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

পাঠকবৃন্দ আপনারা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, একমাত্র আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হলেই শহীদ হয়। অন্য আর কোন যুদ্ধে নিহত হলে কখনই শহীদ হয় না। তাফসীরে জালালাইনে فى سبيل الله এর অর্থ لاعلاء دينه লেখেছে এর অর্থ ঃ 'আল্লাহর দ্বীনকে অতি উচ্চ করার জন্যে' যুদ্ধ করে নিহত হলে শহীদ হবে।

তৃতীয় ঃ বিশ্বনবী (সা)-এর বাণীসমূহ থেকে স্পষ্ট জানতে পারবেন যে, অন্য আর কোন যুদ্ধ তো দূরের কথা ধর্ম যুদ্ধে যেয়েও যদি মনের মধ্যে পার্থিব কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য রাখে তবে তাতেও শহীদ হবে না। যেমন তিনি এরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْتَغِىْ عَرَضًا مِّنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ اَجْرَ لَهٗ (رواه ابوداؤد مشكوة : ٣٣٤)

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা যুদ্ধ করতে চায়,

www.amarboi.org

আবার পার্থিব মাল-দৌলত চায় (যুদ্ধলব্ধ মাল পাওয়ার নিয়তও রাখে) নবী (সা) উত্তরে বললেন, সে ব্যক্তির জন্য শহীদের কোন ছওয়াব নেই।"
(আবু দাউদ মিশকাত পৃঃ ৩৩৪)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (بخارى جلد اول : ص ٣٩٤ ـ ص ـ ٤٤٠)

(২) "হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! কোন লোক যুদ্ধ লব্ধ মালের জন্য যুদ্ধ করে আর কোন লোক মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে আর কোন লোক বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে। (তারা সকলেই ধর্ম যুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য পার্থিব) এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ? উত্তরে নবী (সা) বললেন, (তাদের কেহই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে না কিন্তু) যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে ও এ নিয়তে যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর কথা (তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম ও) অতি উচ্চ হোক সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"
(বুখারী ১ম খণ্ড পৃ ঃ ৩৯৪, ৪৪০)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (بخارى جلد ثانى ص١١١١ مسلم جلد ثانى ص : ١٤٠)

"হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! এক ব্যক্তি 'হামিয়াত'-এর জন্য যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে আর এক ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে। অতএব তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে ? উত্তরে নবী (সা) বললেন, (তাদের একজনও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে না কিন্তু) যে ব্যক্তি এ নিয়তে

www.amarboi.org

যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর দ্বীন অতি উচ্চ হোক সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।" (বুখারী দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১১১১, মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১৪০)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاالْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَاْسَهٗ قَالَ وَمَا رَفَعَ اِلَيْهِ رَاْسَهٗ اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (بخارى جلد اول ص : ٢٣)

"হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে কোন্ যুদ্ধ ? কারণ আমাদের কেহ রাগ বশত যুদ্ধ করে, আর কেহ 'হামিয়াত'[১]এর জন্য যুদ্ধ করে। নবী (সা) তার দিকে মাথা উঠালেন। আর মাথা এজন্য উঠালেন যে, সে ব্যক্তি দাঁড়ান ছিল। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি এজন্য যুদ্ধ করে যে, আল্লাহর দ্বীন অতিউচ্চ হোক সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"(বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৩)

---

১. হামিয়াত (حَمِيَّةٌ) শব্দটি উপরে উল্লেখিত দু'টি হাদীসে এসেছে। 'হামিয়াত' এর আভিধানিক অর্থ ঃ রক্ষা করা, উদ্ধার করা, বাঁচান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এর অর্থ ব্যাপক যেমন উপরে উল্লেখিত হাদীস দু'টিতে প্রশ্নকারী হামিয়াত ব্যাপক অর্থে প্রশ্ন করেছে। যথা ঃ কোন ব্যক্তি নিজের গোত্রের মর্যাদার জন্য, জাতির জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, রক্ষিত জায়গা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে। উলামায়েকেরাম 'হামিয়াত' এর যেসব ব্যাখ্যা করেছেন আমি কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলেমের হুবহু ইবারাত উদ্ধৃত করে পাঠকের সামনে পেশ করলাম।

(১) ইমাম নাবাবী হামিয়াত এর এ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

اَلْحَمِيَّةُ هِىَ الْاَنَفَةُ وَالْغَيْرَةُ وَالْمُحَامَاةُ عَنْ عَشِيْرَتِهٖ (مسلم جلد ثانى ص ١٤٠)

অর্থ ঃ হামিয়াত হলো, নিজের গোত্রের মর্যাদা ও আবেগ উত্তেজনা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা। (মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১৪০)

(২) আল্লামা কিরমনী এ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

حَمِيَّةٌ هِىَ اَنَفَةٌ وَمُحَافَظَةٌ عَلٰى نَامُوْسِهٖ (الكواكب الدرارى)

অর্থ ঃ হামিয়াত হলো, নিজের রাষ্ট্রের এরিয়াকে রক্ষা করা ও হেফাজত করার জন্য যুদ্ধ করা। (আল কাওয়াকিবুদ দুরারী)

(৩) আল্লামা ইয়াকুব বোমবানী এ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.amarboi.org

পাঠকবৃন্দ ! পবিত্র হাদীসগুলোতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে, ধর্ম যুদ্ধে যেয়েও যদি কেহ মনের মধ্যে এ নিয়ত রাখে যে, সে যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন করবে বা মানুষের নিকট সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করবে অথবা মানুষের নিকট বীর বলে প্রসিদ্ধ হবে অথবা কোন ব্যক্তির উপর ক্রোধ থাকায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ; কিংবা গোত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে, নিজের রাষ্ট্র, দেশ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করে। তবে এ যুদ্ধগুলোর একটিও আল্লাহর পথে যুদ্ধ হয় না। কারণ এ যুদ্ধগুলো হলো পার্থিব স্বার্থের জন্য যুদ্ধ। এজন্য এ যুদ্ধগুলো সম্বন্ধে যত প্রশ্নই করা হয়েছে, হুজুর (সা) সেগুলোর মধ্য থেকে একটি যুদ্ধেরও সমর্থন করেন নাই। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এক কথাই বললেন ঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কথা তাওহীদি জীবন ব্যবস্থা কায়েম বা অতি উচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে সে ব্যক্তিই আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।"

কারণ আল্লাহর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা কায়েম বা অতি উচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করার নিয়ত রাখা হলো সৎ নিয়ত, সৎ সংকল্প ও উত্তম উদ্দেশ্য। আর এ সৎ সংকল্পের জন্য বিরাট পুরস্কার পাবে এবং নিহত হলে শহীদ হবে।

হুজুর (সা)-এর একথার ব্যাখ্যা ইমাম নাবাবী এই করেছেন ঃ

اِنَّ الْاَعْمَالَ اِنَّمَا تُحْسَبُ بِالنِّيَّاتِ الصَّالِحَةِ وَاَنَّ الْفَضْلَ الَّذِيْ وَرَدَ فِي الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَاتَلَ

اَلْحَمِيَّةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْحَرَامِ وَقِيْلَ الْغَيْرَةُ وَالْاَنَفَةُ وَالْمُحَامَاةُ عَنِ الْعَشِيْرَةِ (الخير الجارى)

অর্থ ঃ হামিয়াত হলো, রক্ষিত জায়গাকে রক্ষা করা, কেহ বলেছেন গোত্রের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা। (আল খাইরুল জারী)

(৪) মাওলানা ওয়াহিদুজ জামান হামিয়াত এর এ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

حَمِيَّةٌ = شخصى ياقومى يا ملكى غيرت كى وجه سے (تيسير البارى جلد اول ص ١٥٤)

অর্থ ঃ হামিয়াত হলো, ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের মর্যাদার কারণে যুদ্ধ করা। (তাইছিরুল বারি ১ম খন্ড পৃঃ ১৫৪)

(৫) মাওলানা আবদুল হাকিম খান শাহজাহানপুরী এ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

حَمِيَّةٌ = ملك يا قبيله كى غيرت كى بنابير (ترجمه ابن ماجه جلد دوم ص ١٧٠)

অর্থ ঃ হামিয়াত হলো, দেশ বা গোত্রের মর্যাদার ভিত্তির উপর যুদ্ধ করা। (ইবনে মাজার তরজমা দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১৭০)

www.amarboi.org

لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا (مسلم جلد ثانى ص١٤٠ كى شرح)

"সমস্ত আমল সৎ নিয়তসমূহের উপরই হিসেব করা হবে। আর আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য যে সমস্ত ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই খাছ করা হয়েছে একমাত্র তাদের জন্য যারা আল্লাহর তাওহীদি জীবনব্যবস্থা অতি উচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে।"

(মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১৪০ এর ব্যাখ্যায়)

আসলে শহীদ এর অর্থ হলো ঃ উপস্থিত ব্যক্তি, সাক্ষ্যদাতা, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ। এখন প্রশ্ন এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মারা গেল, নিহত হলো, সে ব্যক্তি পুনরায় কিভাবে উপস্থিত হতে পারে ? আর কিভাবে সে সাক্ষ্য দিতে পারে ?

পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দু' জায়গায় এ কথা বলেছেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ○ (سورة البقرة : ١٥٤)

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা বুঝ না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ○ (سورة ال عمران : ١٦٩)

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকট হতে রিজিক পায়।" (আলে ইমরান ঃ ১৬৯)

দ্বিতীয় হাদীস শরীফে হুজুর (সা) এরশাদ করেন—আল্লাহ তায়ালা শহীদগণের রূহ সবুজ বর্ণের পাখির ভিতরে রাখেন। তারা বেহেস্তের নহরসমূহের উপর এসে বেহেস্তের বিভিন্ন ফল খায়। আর তারা সব বেহেস্তে ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্বর্ণের ঝাড় বাতির নিকট অবস্থান করে। (মিশকাত পৃঃ ৩৩০, ৩৩৪)

পবিত্র কুরআনে এবং হাদীস শরীফে শহীদ সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ শহীদ শব্দের ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শহীদগণ উপস্থিত হন এবং কিভাবে সাক্ষ্য দেন। উদাহরণ স্বরূপ আমি চারজন প্রসিদ্ধ স্থানীয় আলেমের ব্যাখ্যা পাঠকের সামনে তুলে ধরলাম।

www.amarboi.org

(১) আল্লামা ছিউতি বলেন ঃ

قَالَ السُّيُوْطِيُّ اِنَّمَا سُمِّيَ الشَّهِيْدُ شَهِيْدًا لِاَنَّهُ حَيٌّ فَكَانَ رُوْحُهُ شَاهِدَةٌ اَيْ حَاضِرَةٌ وَقِيْلَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَلٰئِكَتَهُ يَشْهَدُوْنَ لَهُ بِالْجَنَّةِ وَقِيْلَ لِاَنَّهُ يُشْهَدُ عِنْدَ خُرُوْجِ رُوْحِهِ مَا اَعَدَّهُ اللّٰهُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ (مرقاة جلد سابع ص ٢٩٤)

"ছিউতি বলেন ঃ আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে উপস্থিত ব্যক্তি বলে এ জন্য নাম রাখা হয়েছে যে, শহীদ ব্যক্তি জীবিত। তাই তার রূহ্ উপস্থিত। আর কেহ একথা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ বেহেস্তে শহীদ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবেন। কেহ একথা বলেছেন যে, যে সমস্ত অতি উন্নতমানের ও সম্মানিত নিয়ামতসমূহ আল্লাহ তায়ালা শহীদ ব্যক্তির জন্য তৈয়ার করে রেখেছেন সেগুলো তার রুহ বের হওয়ার সময় তার নিকট উপস্থিত করা হয়।" (মিরকাত ৭ম খন্ড পৃঃ ২৯৪)

(২) কাজী বায়জাবী বলেন ঃ

قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ اَلشَّهِيْدُ فَعِيْلٌ مِنَ الشُّهُوْدِ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٍ لِاَنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَحْضُرُهُ وَتُبَشِّرُهُ بِالْفَوْزِ وَالْكَرَامَةِ اَوْ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ لِاَنَّهُ يُلْقٰى رَبَّهُ وَيَحْضُرُ عِنْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ (سورة الحديد ١٩) اَوْ مِنَ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهُ بَيَّنَ صِدْقَهُ فِى الْاِيْمَانِ وَالْاِخْلَاصِ فِى الطَّاعَةِ بِبَذْلِ النَّفْسِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ يَكُوْنُ تَلَوُّ الرُّسُلُ فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الْاُمَمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (مرقاة جلد سابع ص ٢٨٢)

"শহীদ শব্দ شُهُوْدٌ উৎস থেকে فَعِيْلٌ পরিমাপে কর্মবাচ্যে উপস্থিত অর্থে এসেছে। কারণ ফেরেশতাগণ শহীদ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে তারা মুক্তি পাওয়ার, অতি উন্নতমানের নিয়ামত ও অতি উচ্চ সম্মান

www.amarboi.org

পাওয়ার সুসংবাদ দেন। অথবা শহীদ শব্দ কর্তৃবাচ্য অর্থে এসেছে। কারণ স্বয়ং শহীদ ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষাত করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর শহীদগণ তাদের প্রভুর নিকট আছে। তাদের জন্য মহাপুরস্কার ও নূর রয়েছে। (সূরা হাদীদ ১৯) অথবা শহীদ শব্দ شَهَادَت উৎস থেকে সাক্ষ্য দেয়া অর্থে এসেছে। কারণ শহীদ ব্যক্তি খাঁটি ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দান করে তার মৌখিক সাক্ষ্য দেয়াকে বাস্তবে পরিণত করে তার সত্যতাকে প্রমাণ করল। অথবা রাসূলগণ কিয়ামতের দিন বিভিন্ন উম্মতগণের নিকট শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য দিতে থাকবেন।" (মিরকাত ৭ম খন্ড পৃঃ ২৮২)

(৩) ইবনুল আম্‌বারি বলেছেন, শহীদ শব্দ শাহাদাতুন্ (شَهَادَةٌ) উৎস থেকে এসেছে। এর অর্থ সাক্ষ্য দেয়া, আর শহীদ শব্দের অর্থ সাক্ষ্যদাতা। এ শব্দ কর্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্য উভয় অর্থেই আসতে পারে। আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলে নাম রাখা হয়েছে এ জন্য যে, শহীদ ব্যক্তির রক্তই কিয়ামতের দিন তার শহীদ হওয়ার সাক্ষ্য দিবে। দিলে ও মুখে যে ধর্মের খাঁটি প্রেমিক হওয়ার দাবী করত, বাস্তবে সে ধর্মের জন্য নিজের জীবন দান করে ধর্মের খাঁটি প্রেমিক হওয়ার সাক্ষ্য দিল। শহীদ ব্যক্তির জীবিত থাকা, জান্নাতের খাদ্য খাওয়া, আরশের নিচে থাকার স্থান পাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে আর তাঁর রাসূল (সা) হাদীস শরীফে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(৪) নাজার ইবনে শোমাইল বলেছেন, শহীদ শব্দ শুহুদুন (شُهُوْدٌ) উৎস থেকে এসেছে। এর অর্থ উপস্থিত হওয়া। আর শহীদ শব্দ কর্তৃবাচ্য এবং কর্মবাচ্য উভয় অর্থেই আসতে পারে। কর্তৃবাচ্য অর্থে শহীদ এর অর্থ উপস্থিত ব্যক্তি। কর্মবাচ্য অর্থে শহীদ এর অর্থ যার সামনে কোন কিছু উপস্থিত করা হয়। আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলে এ জন্য নাম রাখা হয়েছে যে, শহীদের রূহ আল্লাহ তায়ালার আরশের নিচে এবং জান্নাতে উপস্থিত হয়। (কর্তৃবাচ্য অর্থে) ফেরেশতাগণ নূর ও অন্যান্য অতি উন্নতমানের নিয়ামতসমূহ নিয়ে আর হুরগণ জান্নাতের পোশাকসমূহ নিয়ে শহীদ ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয় (কর্মবাচ্য অর্থে।)

এ পর্যন্ত শহীদ এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হলো। এরপর ইসলামী ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। কারণ এ তিনটি শর্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে

www.amarboi.org

তারাই শহীদ বলে গণ্য হবে। যদি এ তিনটি শর্ত যুদ্ধার্থীর মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে ধর্ম যুদ্ধে যেয়ে নিহত হলেও শহীদ বলে গণ্য হবে না।

আর ধর্ম যুদ্ধ ব্যতীত আর যত ধরনের যুদ্ধ হয়। তাতে নিহত হলে শহীদ বলার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ শহীদ বলে গণ্য হবে তখন যখন যুদ্ধে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য বা অতি উচ্চ করার জন্য মনে সংকল্প রেখে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাছিল করার উদ্দেশ্য রেখে যুদ্ধ করা হয়। আর এ যুদ্ধ ছাড়া যেসব যুদ্ধ হয় তা পার্থিব স্বার্থ পার্থিব উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়। এতে শহীদ হবে কিরূপে ? কখনো শহীদ হতে পারে না।

যে তিনটি শর্ত শহীদ হওয়ার জন্য অপরিহার্য তা এই ঃ (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর খাঁটি ও মজবুত ঈমান রেখে যুদ্ধ করতে হবে, (২) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যুদ্ধ করতে হবে ও (৩) আল্লাহর তাওহীদি ধর্মকে কায়েম করার জন্য বা অতিউচ্চ করার জন্য মনে সংকল্প রেখে যুদ্ধ করতে হবে।

এখন অকাট্য দলীল প্রমাণসমূহ দ্বারা শর্ত তিনটির আলোচনা করছি ঃ প্রথম শর্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর খাঁটি ঈমান রেখে যুদ্ধ করতে হবে এর দলীল প্রমাণ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ق وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط (سورة الحديد : ١٩)

"যারা খাঁটি অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে তারাই ছিদ্দীকগণ ও শহীদগণ তাদের জন্য তাদের রবের নিকট মহাপুরস্কার ও নূর রয়েছে।" (সূরা হাদীদ ১৯)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ (سورة الحجرات : ١٥)

"প্রকৃত মু'মিনগণ তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ওপর খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে। এরপর তারা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর) কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। তারাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৫)

www.amarboi.org

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ (سورة التوبة : ١١١)

"আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে (পরিবর্তে) খরিদ করে নিয়েছেন। এ জন্য তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে। অতপর তারা (শত্রুকে) হত্যা করবে এবং নিহত হবে।" (তাওবা ঃ ১১১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (سورة الصف : ١٠ - ١١)

"হে ঈমানদারগণ। আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা বলব, যে ব্যবসা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর খাঁটি অন্তরে ঈমান রেখে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে। এতো তোমাদের জন্য অতি উত্তম। যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।"

(সূরা আস সফ ঃ ১০-১১)

পাঠক বৃন্দ। আপনারা উপরে উল্লেখিত চারটি আয়াতের প্রত্যেকটি আয়াতেই দেখতে পাচ্ছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর খাঁটি ও মজবুতভাবে ঈমান রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আদেশ করেছেন। এ থেকে আপনারা পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, ধর্ম যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর খাঁটি ও মজবুত ঈমান রাখা।

আর বিশ্বনবী (সা) শহীদকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর শহীদের জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা)-এর উপর মজবুত ঈমান রাখা প্রথম শর্ত বলে আরোপ করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন ঃ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلشُّهَدَاءُ اَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْاِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ هٰكَذَا وَرَفَعَ رَاْسَهُ حَتّٰى

سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَمَا اَدرِىْ اَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ اَمْ قَلَنْسُوَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَجُلُ مُؤْمِنُ جَيِّدُ الْاِيمَانِ لَقِىَ الْعَدُوَّ كَاَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ صَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ اَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلُ مُؤْمِنُ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحًا وَاُخَرَ سَيِّئًا لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلُ مُؤْمِنُ اَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ لَقِىَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللّٰهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِى الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ (رواهُ التِّرمِذىُّ جلد اول ص ١٩٨ مشكوة : ٣٣٥)

"হযরত উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন, শহীদ চার শ্রেণী (১) ঈমানদার লোক যিনি পরিপূর্ণ ঈমানদার অর্থাৎ ঈমান অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে আমল করেছে, সে শত্রুর সহিত মোকাবিলা করে খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর সামনে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে পরিণত করে দেখাল। এমনকি সে ব্যক্তি নিহত হলো। অতপর এ শহীদ ব্যক্তি এমন অতি উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ আসন পাবে যে, কিয়ামতের দিন লোকগণ তার প্রতি মাথা উঠিয়ে চক্ষু খুলে দেখতে থাকবে। (এ ব্যক্তি হলো প্রথম শ্রেণীর শহীদ) বর্ণনাকারী বলেন আমার মাথা উঠাবার মত এবং তিনি তার মাথা উঠালেন এমনকি তার মাথার টুপি পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ফাজ্জালা (রা) কি হযরত উমরের টুপির কথা বলেছেন না হযরত নবী (সা)-এর টুপির কথা বলেছেন একথা আমার জানা নেই। (২) ঈমানদার লোক পরিপূর্ণ ঈমানদার অর্থাৎ ঈমান অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে আমল করেছেন। (কিন্তু শত্রুর সহিত যুদ্ধে বীরত্বের দিক দিয়ে প্রথম ব্যক্তির মত সাহসী নয় এ জন্য) শত্রুর সহিত মোকাবিলা করল ভীতু ব্যক্তির মত। যার চামড়ার ভিতরে কাটাদার গাছের কাটা বিদ্ধ করা হয়েছে। তার উপর তীর আসল। নিক্ষেপকারী কে জানা যায় নাই। এবং তাকে নিহত করল। এ ব্যক্তি (ভীতু হওয়ার কারণে) দ্বিতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৩) এ ব্যক্তি ঈমানদার লোক। তবে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কর্ম করেছে। সে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে

www.amarboi.org

পরিণত করে আল্লাহর নিকট প্রমাণ করল। এমনকি সে ব্যক্তি নিহত হলো। এ ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর শহীদ। (৪) এ ব্যক্তি ঈমানদার লোক। কিন্তু পাপ করেছে। যখন সে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে ঈমানের সত্যতা বাস্তবে পরিণত করে আল্লাহর নিকট প্রমাণ করল। এমনকি সে ব্যক্তি নিহত হলো। এ ব্যক্তি চতুর্থ শ্রেণীর শহীদ। (হাদীসটি তিরমিজি রেওয়ায়াত করেছেন।"

প্রথম খন্ড পৃঃ ১৯৮ ; মিশকাত পৃঃ ৩৩৫)

পাঠকবৃন্দ, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ থেকে পরিষ্কারভাবে জানতে পারলেন যে, শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর দিলের মধ্যে মজবুত ঈমান রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যেসব মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর উপর ঈমান নেই। কেবল মুখে মুখে ঈমানের দাবী করে বা মুখে মুসলমান হওয়ার কথা বলে। যদিও তারা মানুষের নিকট মুসলমান বলে গণ্য হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তারা মুনাফিক। যদি তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত হয় তবুও তারা শহীদ হবে না, বরং তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। এ সম্বন্ধে বিশ্বনবী (সা) বলেন ঃ

وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَاِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِى النَّارِ اِنَّ السَّيْفَ لَايَمْحُوْ النِّفَاقَ (رواه الدَّرامى ، مشكوة ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦)

"আর মুনাফিক নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ (যুদ্ধ) করল। অতপর যখন সে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করল—এমনকি সে নিহত হলো। তবুও এ ব্যক্তি দোজখে যাবে। কারণ তলোয়ার মুনাফিকী মুছে ফেলতে পারে না।" (মিশকাত পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬)

যেখানে মুনাফিক মুসলমানের অবস্থাই এই তখন কাফির, মুশরিক এবং অমুসলিম নিহত হলে শহীদ হবে কিভাবে ? এদের শহীদ হওয়ার কথাতো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ঃ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○ (سورة البقرة : ٢٠٧)

www.amarboi.org

"আর কতক লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুব অনুগ্রহশীল।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৭)

وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط (سورة ال عمران : ١٧٤)

"আর ঈমানদারগণ আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুরসরণ করল।"

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِى وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق (سورة الممتحنة : ١)

"হে ঈমানদারগণ। যদি তোমরা আমার রাস্তায় জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক তবে কেন শত্রুদের নিকট গোপনে বন্ধুত্ব বাণী পাঠাও?" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১)

আর বিশ্বনবী (সা) এ সম্বন্ধে এরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً غَزَ يَلْتَمِسُ الْاَجْرَ وَالذِّكرَ مَالَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ شَيْئَ لَهُ فَاَعَادَهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَشَيْئَ لَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتَغٰى بِهٖ وَجْهَهُ (نسائ جلد ثانى ص ٤٨)

"আবু উমামাতুল বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর নিকট এসে বলল, আপনি কি এমন লোক দেখেছেন যে, যুদ্ধ করে ছওয়াব চায় এবং মানুষের নিকট সুনাম ও সুখ্যাতি চায়। তার জন্য কি হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করলেন, তার কোন ছওয়াবই হবে না। একথা তিনি তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেন কোন আমলই আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। কিন্তু যে আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য করা হয় এবং যে আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় (কেবল সে আমলই কবুল করেন)।" (নাছাঈ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ৪৮)

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

www.amarboi.org

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللّٰهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهٗ وَنَبْهَهٗ اَجْرٌ كُلُّهٗ وَاَمَّا غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ (رواه مالك وابوداؤد والنسائ ، مشكوة : ٣٣٤)

"হযরত মুয়াজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন, জিহাদ দু' প্রকার। প্রথম, এক প্রকার এই যে, জিহাদকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, নেতার আনুগত্য করে, জিহাদে উত্তম মাল খরচ করে, সঙ্গি সাথীদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং ফাছাদ (হত্যা কাণ্ড, লুটতরাজ, বসতি বিরাণ করা ও গনিমতের মালের খিয়ানত) থেকে বিরত থাকে। সুতরাং তার নিদ্রা যাওয়া এবং জাগ্রত থাকা সবই পুন্য। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, জিহাদকারী (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করে না বরং) গর্ব-অহংকার, মানুষকে বীরত্ব দেখাবার ও শোনাবার জন্য জিহাদ করে, নেতার নাফরমানী করে এবং জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং নিজের পাপ মোচন করে পুন্য নিয়ে ঘরে ফিরতে পারে না। (আর নিহত হলে শহীদ হবে না।)" (মিশকাত পৃঃ ৩৩৪)

পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের জন্য জিহাদ করলে কিয়ামতে তার অবস্থা কি হবে এ সম্বন্ধে বিশ্বনবী (সা) এরশাদ করেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذِبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ (رواه مسلم جلد ثانى ص ١٤٠ ، مشكوة ص ٣٣)

www.amarboi.org

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেছেন কিয়ামাতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে। তাকে হিসেবের জন্য আনা হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন। সে ব্যক্তি নিয়ামতসমূহ চিনবে। এরপর তিনি বলবেন এ নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া হিসেবে তুমি কি আমল করেছিলে ? সে ব্যক্তি বলবে আমি তোমার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য জিহাদ করে শহীদ হয়েছি। তিনি বলবেন তুমি (আমার সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য শহীদ হয়েছ একথায়) মিথ্যাবাদী। কিন্তু তুমি তো এজন্য জিহাদ করেছ যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর (দোযখের দারোয়ানকে) নির্দেশ দেয়া হবে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে তখন তাকে তার মুখের উপর টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃঃ ১৪০, মিশকাত পৃঃ ৩৩)

এ হাদীসের ব্যাখ্যা এ করা হয়েছে ঃ

فَلَمْ يُرِدْ ذٰلِكَ الْمُجَاهِدُ وَجْهَ اللّٰهِ وَلَا اِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرَادَ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ وَاَحَبَّ اَنْ يَّعْلُوَ صِيْتُهُ وَيَشْعَهِرَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبُطُوْلَةِ وَالشُّجَاعَةِ وَالْاِقْدَامِ وَقَدْ حَصَلَ ذٰلِكَ فَكَانَ ذٰلِكَ جَزَؤُهُ فِى الدُّنْيَا اَمَّا فِى الْاٰخِرَةِ فَكَانَ جَزَاؤُهُ اَنْ يُّفْضَحَ وَتُكْشَفُ سَرِيْرَتُهُ ثُمَّ يُقْذَفُ فِى النَّارِ (مذكرة الحديث النبوى ص ٥٨)

"কারণ এ জিহাদকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় নাই আর আল্লাহর দ্বীনকে উচ্চ করার নিয়তও রাখে নাই। সে ব্যক্তি জিহাদ দ্বারা নিজের মনের খাহেশকে চেয়েছিল। আর সে ভালবেসেছিল যে, তার খ্যাতি হোক, মানুষের মধ্যে সুনাম হবে, বীর ও সাহসী বলে সে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এতো সে পৃথিবীতে পেয়েছে। সুতরাং এগুলো হলো তার পৃথিবীর পুরস্কার। কিন্তু আখেরাতে তার পরিণাম এই যে, তার গোপনীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেয়া হবে। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুজাক্‌কিরাতুল হাদীসিন নাবাবী পৃঃ ৫৮)

www.amarboi.org

এমনকি ফেকার কিতাবে পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ওহুদের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বিখ্যাত হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

وَشُهَدَاءُ اُحُدٍ بَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ لِإِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى

(هداية جلد اوّل باب الشهيد ص ١٦٤)

"ওহুদের শহীদগণ তাদের জান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দিয়েছেন।" (হেদায়া প্রথম খন্ড, শহীদের অধ্যায়, পৃঃ ১৬৪)

তৃতীয় শর্ত হলো ঃ আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা বা অতি উচ্চ করার নিয়ত রেখে জিহাদ করা। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (سورة البقرة : ١٩٠)

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (سورة البقرة : ٢٤٤)

"আর তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। আর জেনে রাখ আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু জানেন এবং সবকিছু শুনেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৪)

উপরে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিম্নে বর্ণিত দু'টি হাদীসে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও কারণও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

وَقَتِلُوْا هُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط(سورة البقرة : ١٩٣)

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

وَقَتِلُوْا هُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ط(سورة الانفال : ٣٩)

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় আর দ্বীন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়।" (সূরা আনফাল ঃ ৩৯)

www.amarboi.org

এখানে 'ফিতনা' এর অর্থ মানুষের বানানো জীবনব্যবস্থা। যুদ্ধ করতে থাকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো মানুষের বানানো জীবনব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়া আর আল্লাহর দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা কায়েম হয়ে যাওয়া। যদি এরূপ না করা হয় তবে ঈমানদারদের সমাজে জীবন যাপন করা সর্বক্ষেত্রে নির্যাতন ও নিপীড়ন হতে থাকবে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদেরকে তাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হুকুম করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع (سورة الصف : ١١)

"আর আল্লাহর পথে তোমরা নিজেদের মাল ও জীবন দ্বারা জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ; যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।"

(সূরা আস ছফ ঃ ১১)

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বা 'আল্লাহর পথে' এর ব্যাখ্যা তাফছিরে জালালাইনে এই করা হয়েছে– لِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ অর্থ ঃ আল্লাহর দ্বীনকে অতি উচ্চ করার জন্য জিহাদ করা।

www.amarboi.org

প্রধান কার্যালয়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

❑ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা-১২১৭

❑ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

❑ ৫৫ খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।